লেখকের কথা

একটা পবিত্র, শুভ্র আর স্বপ্নময় জীবনের উপাখ্যান হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী তথা সীরাহ। আমাদের ধারণা—কেবল মসৃণ, সহজ আর সাবলীল জীবন হলেই বুঝি তাকে স্বপ্নময় জীবন বলে। এটা কিন্তু মোটেও সত্য নয়। স্বপ্নময় জীবনের অর্থই হলো হাজারো বাধা, হাজারো প্রতিবন্ধকতা, ঘরের ও বাইরের শত্রুতা-সহ সকল প্রতিকূলতাকে ডিঙিয়ে একটা সফল এবং কর্মময় জীবনের স্বাক্ষর রেখে যাওয়া।

স্বপ্নময়, সফল ও সার্থক জীবনের এই যদি হয় সংজ্ঞা, পৃথিবীর যেকেউ তখন অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা জীবনটাই এমনই এক জীবনের অনুপম উদাহরণ। সবিস্ময়ে তিনি সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করেছেন। নিজ হাতে তিনি ঘর সাজিয়েছেন। পরের দুয়ারে ছুটে যেতেও কখনো তিনি ক্লান্তি অনুভব করেননি।

তিনি সম্ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন বাস্তবতায়, শত্রুতাকে হয় ভালোবাসা দিয়ে জয় করেছেন, নয়তো মহাবীরের মতো সেটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। তিনি জয় করেছেন হৃদয়, শীতল করেছেন অন্তর, জুড়িয়েছেন চোখ আর ভরিয়েছেন বুক। তিনি অনুপম, অনন্য, অনতিক্রম্য!

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরণির বুকে এমন এক মানবাত্মা, যাকে রাব্বুল আলামিন বাছাই করেছেন গোটা মানবজাতির জন্য। যিনি বয়ে এনেছেন

সূচিপত্র

এইসব ভালোবাসা মিছে নয়	১৩
ঘরের নবি, পরের নবি	২০
কাবার চাবি	৩১
সংসারের স্বরলিপি	৪৩
তার জন্যেও দুআ	৪৮
আপসহীন	৫২
মানুষের জন্য ভালোবাসা	৫৭
নিজের খাবার বিলিয়ে দেবো	৬৪
ইকরিমার জন্যে	৬৮
সম্ভাবনার খোঁজে	৭২
স্বীকৃতির আনন্দে	৭৮
যা কিছু আছে, সবই...	৮১
সংশোধনের সারকথা	৮৭
বিপর্যয়ের দিনে	৯২
ভৃত্যের সাথে আলাপন	৯৯
তিনি এক অনুপম স্বামী	১০৩

শোকের সাগরে দাঁড়িয়ে ১০৭
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই ১১০
অপমানের জবাবে ১১৮
শুভ্র আলোর প্রথম প্রহর ১২৬
ফাতিমার জন্যে ভালোবাসা ১৩৩

এইসব ভালোবাসা মিছে নয়

সেই চৌদ্দ শ' বছর আগেকার সময়। চারপাশে বংশ, গোষ্ঠী আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। যার বংশ যতো সমৃদ্ধ, যতো মর্যাদাসম্পন্ন, নেতৃত্ব আর অহংকারের বড়াই তার ততো বেশি। বংশমর্যাদার প্রতাপ আর ক্ষমতার জোর সেখানে এতো বেশি প্রগাঢ় ছিলো যে, নীচু বংশের কিংবা অপ্রসিদ্ধ বংশের কারো সাথে সেই সময়ে সম্পর্ক পাতানোটা ছিলো রীতিমতো মানহানিকর ব্যাপার! এমন একটা সময়ে, এমন একটা সমাজে যদি কারো বংশের নাম-নিশানাও না পাওয়া যায়? যদি না-ই জানা যায় সে কোন বংশের, কিংবা অজ্ঞাত থেকে যায় তার বংশ পরম্পরা—তার ব্যাপারে সমাজের চাহনি আর আচরণ তখন কেমন হবে, তা কি অনুমেয় নয়?

হ্যাঁ, এমন একজন সাহাবি হলেন জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। অন্য অনেক সাহাবির মতন তিনি খুব বেশি আলোচিত নন। জুলাইবিব শব্দের অর্থ হলো—যিনি বেশ খাটো।[১] তার শারীরিক গড়ন স্বাভাবিকের তুলনায় খাটো হওয়াতে তার নামই হয়ে যায় জুলাইবিব। কেবল খাটোই নন, তার গায়ের রং ছিলো কুচকুচে কালো। একে তো বংশ পরম্পরা অজানা, তার ওপর আবার খাটো আর কালচে গাত্রবর্ণ।

---

[১] جليبيب (জুলাইবিব) শব্দটি جلباب (জিলবাব)-এর তাসগির। جلباب অর্থ—কামিজ, ওড়না, বোরকা, বড়ো চাদর ইত্যাদি। (*আল-কামুসুল মুহিত* : পৃষ্ঠা : ৮৮) সুতরাং جليبيب শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে—ছোটো কামিজ, ছোটো ওড়না, ছোটো বোরকা বা ছোটো চাদর। বইটিতে জুলাইবিবের অর্থ রাখা হয়েছে, যিনি বেশ খাটো। তবে এ অর্থটি আভিধানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে ভাবার্থ হিসেবে বলা যেতে পারে, ছোটো পোশাক।

সব মিলিয়ে ওই সমাজের সাধারণ লোকদের কাছে তিনি যে অবহেলিত আর উপেক্ষিত থাকবেন, তা বলাই বাহুল্য।

বিয়ের ব্যাপারে জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কেউই পছন্দ করতো না। বংশমর্যাদা নেই, কালচে গায়ের রং, কৃশকায় শরীর, এমন একজন লোকের সাথে ওই সমাজে কেউ মেয়ে বিয়ে দেবে, তা কি কল্পনা করা যায়? কিন্তু জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর যে বড্ড সংসার পাতানোর শখ। একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর, একটা ছোট্ট সংসার, তাতে আলো করে আসবে একঝাঁক তারকা। সেই তারাদের ঝিকিমিকি আলোয়, সেই পাখিদের কিচিরমিচির কলরবে ভরে উঠবে উঠোন—এমন স্বপ্ন কে না দেখে দুনিয়ায়? জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুও দেখেছিলেন। কিন্তু সমাজ যে বড্ড নিষ্ঠুর! এখানে হৃদয়ের পবিত্রতার চেয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্য আর মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো করে দেখা হয় বংশমর্যাদা।

একদিন, এক প্রশস্ত বিকেলে, খুব মন খারাপ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। এই একটা মানুষের কাছে এসেই তিনি শান্তি পান। দুদণ্ড সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত এই তল্লাটে জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর আর কোনো বন্ধু নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে বসে, ওই আদিগন্ত নীল আকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন তিনি।

নবিজি আঁচ করতে পারলেন জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্মযাতনা। অন্তরের গহিনে সংসার পাতানোর যে অদম্য ইচ্ছে তার, সেই ইচ্ছে থেকেই যে এমন হাহাকার করা প্রশ্নের আবির্ভাব, তা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরে ফেললেন। তিনি বললেন, 'জুলাইবিব, আমি কি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবো?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ের ব্যবস্থা করবেন জুলাইবিবের! যার ধুলো লেগে ধন্য হয়েছে গোটা ধরণি, যাকে রাব্বুল আলামিন বাছাই করেছেন জগতের রহমত হিশেবে, যার অঙ্গুলি হেলনে দু-টুকরো হয়ে যায় দূর আকাশের চাঁদ, সেই মানুষটা জুলাইবিবের বিয়ের বন্দোবস্ত করবেন, এটা কি স্বপ্নেরও অতীত নয়? জুলাইবিব, যাকে সমাজের মানুষ পছন্দ করে না, যার নেই কোনো বংশীয় মর্যাদা কিংবা ক্ষমতার উৎস, ঠিক তার জন্যে নিজেকে অন্যের দুয়ারে নিয়ে যাবেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা কি ঘোর লাগা মধুর কোনো

স্বপ্নের চাইতেও বেশি কিছু নয়? কিন্তু ইনি যে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হয়ে এসেও যিনি মিশে যান মাটির সাথে। সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বংশের হয়েও যার কাছে বংশমর্যাদার কানাকড়ি মূল্য নেই।

নবিজির কথা শুনে আনন্দে নেচে উঠলো জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মন। এরচেয়ে স্বস্তিদায়ক কোনো কথা জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু কি এর আগে কখনো শুনেছিলেন? এরচেয়ে তৃপ্তিদায়ক কোনো আশার আলো কখনো কি তার সামনে প্রতিভাত হয়েছিলো? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার চোখেমুখে মুগ্ধতার অপার বিস্ময়!

ঠিক ঠিক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ের তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। এক আনসারি সাহাবিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তোমার কন্যাকে বিয়ে দিতে চাও?'

জগতের সবচাইতে সেরা মানুষটা জানতে চাইছেন তার মেয়ের বিয়ের কথা, আনসারি সাহাবি তো আনন্দে আত্মহারা! তিনি ভাবলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজের জন্যই প্রস্তাব রেখেছেন। আর এমন একটা প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে, এত বড়ো দুর্ভাগা তিনি নন। আনন্দের আতিশয্যে উৎফুল্ল হয়ে আনসারি সাহাবি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার কাছে কন্যা বিয়ে দিতে পারবো, এর চাইতে মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার আমার জন্য আর কী হতে পারে?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না, আমি আমার জন্যে বলিনি।'

একটু থতমত খেলেন যেন আনসারি সাহাবি। বললেন, 'তাহলে, ইয়া রাসুলাল্লাহ?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'জুলাইবিবের জন্য।'

জুলাইবিব! তাকে কে না চেনে? দেখতে অসুন্দর, কৃশকায় শরীর, বংশমর্যাদাহীন এই মানুষটাকে চেনে না, এমন মানুষ এই তল্লাটে দেখা মেলা ভার! তার কিছুই নেই। এই কিছু না থাকাটাই যেন সবার কাছে তাকে অধিক পরিচিত করে তুলেছে। সেই জুলাইবিবের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মেয়ের প্রস্তাব রাখলেন? কিন্তু ইনি যে স্বয়ং আল্লাহর রাসুল! তার মুখের ওপর 'না' বলে প্রত্যাখ্যান করবে, এমনটা তো চিন্তাও করা যায় না। আনসারি সাহাবি বললেন,